দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN. 23 2002
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রসঙ্গ ঃ তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী

বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের ধর্মঘটের এক পর্যায়ে ২০০০ সালের ২৪ অগাস্ট শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সমঝোতা চুক্তির ৯ নম্বর (প্রভাষক নিয়োগে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণীহীন স্নাতকোত্তর) মোতাবেক তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী প্রাপ্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা জীবনের ললাটে অঙ্কিত হয়েছে এক দূরপনেয় কলংক। অর্থাৎ একটি তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণীর জন্য তাদের অর্জিত সকল সার্টিফিকেট হয়ে পড়েছে মূল্যহীন, অকেজো। শর্তটি যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। পত্র-পত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। শর্তটি পরিবর্তনের জন্য অনেক অনুরোধ-উপরোধ ও আবেদন-নিবেদন ছাপা হয়েছে। কার্যত কোন ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বস্তুত কোন জাতীয় ইস্যু নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে একপেশে নয়, বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি নজর রেখে সার্বজনীনতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ আবশ্যক। যাতে তা গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়।

ব্যক্তি অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বাস্তবতার নিরিখে কেন ওই ৯ নম্বর শর্তের শিথিলতা কামনা করছি। তার কারণগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিঃ

১) আমার ধারণা, শিক্ষা জীবনে একটিমাত্র তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী দুর্ঘটনাবিশেষ। এটা অসুস্থতাজনিত কারণে হতে পারে, কোন মানসিক দুশ্চিন্তা বা আতঙ্কগ্রস্ততার জন্য হতে পারে, হতে পারে কোন একটি বিষয়ে দুর্বলতার কারণে অথবা হঠাৎ করে প্রশ্নপত্র অনুকূল না থাকার কারণে। তাই বলে তার পুরো জীবনের সার্টিফিকেটগুলোই ব্যর্থ হয়ে যাবে, এমনটি হওয়া উচিত নয়। হতে পারে না। আমি একজনকে জানি, যার অন্যান্য বিষয়ে ৫০% নম্বর থাকা সত্ত্বেও একটি বিষয়ে খারাপ করার জন্য এইচএসসি-তে তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে। অথচ তার এসএসসি-তে প্রথম বিভাগ, অনার্সে উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে মাত্র ২ নম্বর কম আছে এবং এম এ-তে উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণী। অন্যদিকে সে গবেষণা কর্মে এমফিল ও পিএইচডি দুটি ডিগ্রী নিয়েছে। এরপরও সে কি শুধু এইচএসসিতে তৃতীয় বিভাগের কারণে একটি বেসরকারী কলেজে শিক্ষকতা করারও যোগ্য নয়? উপরন্তু তার প্রভাষক (ইনডেক্সভুক্ত) পদে দু' বছরের চাকরির অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

২) বাংলাদেশে নকল করে পরীক্ষা দেবার যে ট্রাডিশন চলে আসছে, তার প্রকোপ শহরাঞ্চলে কম হলেও গ্রামাঞ্চলে আজও বহাল তবিয়তে আছে। গ্রামের তো বটেই, শহর থেকে শ' শ' ছাত্র-ছাত্রী গ্রামে গিয়ে পরীক্ষা দেয় শুধু নকলের আশায়। শহরের কেন্দ্র থেকে যে ছাত্র বা ছাত্রীটি নকল না করে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী নিয়ে পাস করলো আর গ্রামের কেন্দ্র থেকে যে ছাত্র বা ছাত্রীটি নকল করে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণীতে পাস করলো, মেধা বিচারে কি তারা আসলেই সমান? নকল দূর না হওয়া পর্যন্ত বিভাগ/শ্রেণীভিত্তিক মেধা যাচাই বিভ্রান্তি সৃষ্টিরই আরেক নাম।

৩) বিসিএস পরীক্ষায় সরকারী কলেজে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে যেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ছাড়া তৃতীয় বিভাগের প্রশ্নই ওঠেনি, সেখানে একই দেশে বেসরকারী কলেজে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা কেন?

৪) বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে নিয়ম পরিলক্ষিত হয়, সেখানে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে একটি বিকল্প শর্ত রাখা হয়েছে। সেটা হলো- প্রার্থীর যদি পিএইচডি ডিগ্রী থাকে, তাহলে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী প্রাপ্তগণও দরখাস্ত করার উপযুক্ত বেসরকারী কলেজের ক্ষেত্রেও এ ধরনের কোন বিকল্প শর্ত আরোপ করা যেতো।

৫) আমার জানা মতে, কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় লেভেল পর্যন্ত এমন অনেক শিক্ষক রয়েছেন, যাদের শিক্ষা জীবনে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী রয়েছে। অথচ তারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এ পেশাকে সমুন্নত রেখেছেন।

এসব ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলা অসঙ্গত নয় যে, বস্তুত ৯ নম্বর শর্তটি সুচিন্তিত কোন সিদ্ধান্ত নয়। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তৃতীয়বিভাগ/শ্রেণীহীন শিক্ষাগত যোগ্যতাই একমাত্র যোগ্যতা নয়। অন্তত একটিমাত্র তৃতীয় বিভাগকে বিবেচনাধীন রাখা যেতে পারে। বিশেষ করে এসএসসি ও এইচএসসি'র ক্ষেত্রে। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে প্রথম বিভাগ/শ্রেণী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ যেমন বিএড, এমএড, আরও উচ্চতর ডিগ্রী যেমন এমফিল, পিএইচডি অথবা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাকে সহায়করূপে গণ্য করা যেতে পারে। তাছাড়া মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পয়েন্টস সিসটেমসহ সুষ্ঠু ও ন্যায়ানুগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার অবতারণা করা যেতে পারে। সবশেষে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী যদি গ্রহণযোগ্য না-ই হয়, তাহলে সে শর্ত বা বিবৃতি হতে হবে ভবিষ্যৎমুখী অর্থাৎ এভাবে উল্লেখ করতে হবে যে, ২০০০ সালের পরে, যারা পাস করবে, তাদের জন্য তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী গ্রহণযোগ্য নয় অথবা ২০০০ সাল থেকে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হোক; যাতে ছাত্র-ছাত্রী বা চাকরি প্রার্থীরা আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে এবং সে অনুযায়ী নিজেদেরকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়।

বলা বাহুল্য, সম্প্রতি এই ৯ নম্বর শর্তের ছোঁয়াচে ভাইরাস প্রায় সর্বত্রই